দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ 10 AUG 2007
পৃষ্ঠা ২৫ কলাম ৪

বাংলাদেশে অস্ট্রেলিয়ার শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের কোন ক্যাম্পাস বা শাখা নেই

ডগলাস ফসকেট
বাংলাদেশে নিযুক্ত অস্ট্রেলিয়ার রাষ্ট্রদূত

বাংলাদেশে উচ্চশিক্ষায় সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের অপ্রতুলতার সুযোগে দেশের আনাচে কানাচে গড়ে উঠেছে বিদেশের বিভিন্ন নামকরা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলাদেশ ক্যাম্পাস। কিন্তু বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় আইন ও এই আইনের খসড়া সংশোধনীতে বলা হয়েছে, সরকারের অনুমোদন ছাড়া বিদেশী বিশ্ববিদ্যালয়ের শাখা বা ক্যাম্পাস খুলে উচ্চশিক্ষার ডিগ্রি দেওয়া যাবে না। এই আইনটির প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশ করেই এতোদিন বাংলাদেশে চলে এসেছে জমজমাট বিদেশী সার্টিফিকেট বাণিজ্য। বিপুল সংখ্যক ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি হয় এই সব বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলাদেশ ক্যাম্পাস প্রোগ্রামে। বেশ কিছুদিন পূর্বে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন পত্রিকায় বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে আইন লংঘন করে বাংলাদেশে স্থাপিত ৫৬টি বিশ্ববিদ্যালয়কে অবৈধ ঘোষণা করেছে। কেননা বাংলাদেশে উচ্চশিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনার জন্য বিদেশী বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ বাংলাদেশ ক্যাম্পাস বা শাখা পরিচালনার জন্য কোনরূপ অনুমতি গ্রহণ করেনি এবং বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আইন ১৯৯২ এর সংশোধন আইন ১৯৯৮ এর অধীনে সরকার এবং বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের অনুমোদন ব্যতীত তা অবৈধ রূপে পরিগণিত হবে। সংশোধিত আইন ১৯৯৮ এর ধারা-০৫ নিম্নরূপ ঃ 'এই আইনের অধীনে সরকারের নিকট হইতে প্রয়োজনীয় সনদপত্র অর্জন না করিয়া কোন বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন বা পরিচালনা করা যাইবে না। কিংবা কোন বিদেশী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে বাংলাদেশে স্নাতক বা স্নাতকোত্তর ডিগ্রী, ডিপ্লোমা বা সার্টিফিকেট কোর্স পরিচালনা করা কিংবা ডিগ্রী, ডিপ্লোমা বা সার্টিফিকেট প্রদান করা যাইবে না।' এতে করে একদিকে যেমন সংশ্লিষ্ট শিক্ষার্থী ও অভিভাবকেরা উদ্বিগ্ন, তেমনি উদ্বিগ্ন সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের পরিচালনাকারীরাও। অবৈধ ঘোষিত বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের মধ্যে অস্ট্রেলিয়ার বিভিন্ন নামকরা বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম থাকায়, এ ব্যাপারে ঢাকাস্থ অস্ট্রেলিয়ার দূতবাস হতে একটি সংবাদ বিজ্ঞপ্তি প্রদান করা হয় ভ্রান্ত ধারণা নিরসনে। সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে অস্ট্রেলিয়ার রাষ্ট্রদূত ডগলাস ফসকেট বাংলাদেশে অস্ট্রেলিয়ার কোনো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ক্যাম্পাস বা শাখা নেই বলে উল্লেখ করেন। অস্ট্রেলিয়ার বেশ কয়েকটি মানসম্পন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নাম সম্প্রতি বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন চিহ্নিত বিদেশী বিশ্ববিদ্যালয়ের ৫৬টি 'অবৈধ' ঘোষিত তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হওয়া প্রসঙ্গে সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, 'প্রকাশিত তালিকা অনিচ্ছাকৃত ভুল ধারণার জন্ম দিচ্ছে যে, অস্ট্রেলিয়ার বিশ্ববিদ্যালয়গুলো বাংলাদেশে বেআইনি কার্যক্রম চালাচ্ছে। যার ফলে অস্ট্রেলিয় বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজগুলোর ডিগ্রীর মান নিয়ে ভুল ধারণার সৃষ্টি হতে পারে। মঞ্জুরি কমিশনের তালিকায় অস্ট্রেলিয় বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর কথা বলতে গিয়ে মূলত বাংলাদেশে ওইসব প্রতিষ্ঠানের এজেন্টদের কথা বুঝানো হয়েছে। এবং এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে, এজেন্টরা নির্দিষ্ট কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধিত্ব করে মাত্র এবং তারা কোনোভাবেই অস্ট্রেলিয় সংশ্লিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর শিক্ষা কার্যক্রম বাংলাদেশে পরিচালনা করে না।' অস্ট্রেলিয়ার বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির বিষয়ে যে কোনো তথ্যের জন্য ঢাকাস্থ অস্ট্রেলিয়ান দূতাবাসে যোগাযোগ করার জন্য শিক্ষার্থী এবং অভিভাবকদের অনুরোধ জানানো হয় সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে। প্রসঙ্গত অস্ট্রেলিয়ার বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর শিক্ষার মান অত্যন্ত মানসম্পন্ন।

■ ইশতিয়াক মাহমুদ